১

ইসলামী রাষ্ট্রনীতি

মাওলানা আলি হাসান উসামা (দা বা)

السياسة الشرعية

ইসলামি রাষ্ট্রনীতি - ১

(দারুল ইসলাম, দারুল হারব এবং হারবি'র পরিচয়)

দারুল ইসলামের সংজ্ঞা ও পরিচয়

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন,

> "দারুল ইসলাম— এমন ভূমি, যা মুসলমানদের শাসনাধীন। ইসলামের আহকাম ও বিধিবিধান যেখানে প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে। [১]

তার অধিবাসীরা সবাই মুসলমান, কিবা সবাই ইসলামের শাসনব্যবস্থা মান্যকারী অমুসলিম (যিম্মি) কিবা উভয় গোষ্ঠীরই উপস্থিতি— এর সবই সমান; সর্বাবস্থায়ই তা দারুল ইসলাম।

ইসলাম আসার আগে তো আর দারুল ইসলাম বলতে কিছু ছিলো না। সব ছিলো দারুল হারব। তো এই দারুল হারব কীভাবে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়— আসুন, সে বিষয়টা জেনে নেই।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর 'আসসিয়ারুল কাবির' এবং সারাখসি রহ. প্রণীত তার ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোকে প্রতিভাত হয়— দারুল হারব তিনভাবে দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়।

১. দারুল হারবের কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের শহরেই অবস্থান করে, তবে তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।[২]

তেমনি যদি মুশরিকরা তা বিজয় করে নেয় এরপর মুসলমানরা পুনরায় তা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, এবং মুশরিকরাও সেখান থেকে বিতাড়িত হয়, আর মুসলমানরাও সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে, তবে তা দারুল ইসলাম হিসেবেই পরিগণিত হবে।

কেননা যখন মুশরিকরা তার কবজা নিয়ে নিয়েছিলো, তখন তা দারুল হারব হয়ে গিয়েছিলো। এরপর যখন মুসলমানরা তা বিজয় করে নিলো এবং সেখানে বসবাসের সংকল্প করলো, তখন পুনরায় তা দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছে।[৩]

২. দারুল হারবের কোনো ভূমি বিজয় এবং তার ওপর ইসলামের বিধিবিধান বাস্তবায়নের ঘোষণার মাধ্যমেও দেশ দারুল ইসলাম হয়।

সারাখসি রহ. বলেন,

> "মুসলমানরা যদি শত্রুদের কোনো ভূমি বিজয় করে এবং তাদের পূর্ণ দখলে আসে, হারবি অধিবাসীরা পলায়ন করে, তবে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারা তা দারুল ইসলাম হয়ে যাবে।"

---

১ হাকিম শহিদ রহ. 'আলকাফি' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. থেকে তা বর্ণনা করেছেন

২ শরহুস সিয়ারিল কাবির, সারাখসি— ১/২৪৯-২৫০

৩ প্রাগুক্ত; আলআহকামুস সুলতানিয়া, মাওয়ারদি— ১৩৭

আল্লামা হাসকাফি রহ. বলেন,

> ‘‘এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই যে, ইসলামের কিছু আহকাম-বিধান প্রতিষ্ঠা করার দ্বারাই দারুল হারব দারুল ইসলামে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।’’[৪]

বোঝা গেলো, ইসলামি বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত না হলে শুধু দেশ বিজয়ের দ্বারাই তা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে না। তেমনি হারবিরা পূর্ণরূপে বিতাড়িত না হলে, তাদের ক্ষমতা-প্রতাপ পরিপূর্ণ বিদূরিত না হলে তা দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হবে না। কেননা ইসলামি ভূমি হওয়ার জন্য প্রথমে কুফরের মূলোৎপাটন জরুরি।[৫]

সারাখসি রহ. এর কথায় ফিরে যাই। এরপর তিনি বলছেন,

> ‘‘মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশ দারুল ইসলাম হয়ে যাবে। মুশরিকদের ওপর মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে তারা ‘যিম্মি’ বলে গণ্য হবে।’’ (আর হারবি থাকবে না।)[৬]

বোঝা গেলো, কোনো দেশ দারুল ইসলাম হতে পারে; যদিও তার সকল নাগরিক অমুসলিম। কেননা তাতে ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নাগরিকরা অমুসলিম হলেও রাষ্ট্র ইসলামি শাসনক্ষমতার অধীন রয়েছে।

এজন্যই ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন,

> ‘‘যদি মুসলমানদের কোনো সৈন্যদল দারুল হারবে প্রবেশ করে এবং খলিফার পক্ষ থেকে নির্ধারিত কোনো আমিরের তত্ত্বাবধানে তারা থাকে, তখন তারা দারুল হারবের কোনো শহরে ঢুকে তাদের সামনে ইসলাম উপস্থাপন করে, আর তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন মুসলিম সৈন্যদল তাদেরকে জিযয়া প্রদান করতে নির্দেশ দেয়, আর তারাও এ আহ্বান মেনে নেয়...
> এবং তারা বলে, তোমরা আমাদেরকে এই ‘আহদ’ দাও যে, আমরা স্থায়ীভাবে এই ভূমিতেই থাকবো। এরপর যতোক্ষণ মুসলমানরা তাদের সঙ্গে বাস করবে, তারা হারবিদের ওপর শক্তিশালী এবং হারবিরাও তাদের থেকে নিবৃত্ত থাকবে, তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই যে,
> আমির তাদেরকে ‘যিম্মি’ বানিয়ে নিবে এবং তাদের ওপর একজন আমির নির্ধারণ করে দিবে, যিনি তাদের ওপর ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবেন, তাদের ওপর ইসলামের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার দ্বারাই তারা ‘যিম্মি’ এবং দেশ দারুল ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত হবে।
>
> ...যদি মুসলমানরা যিম্মিদের সহযোগিতা ছাড়া ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হয়, তবে আমির তাদের ‘যিম্মা’ চুক্তি গ্রহণ করবেন না। কেননা যখন যিম্মিদের সাহায্য-সন্তুষ্টি ছাড়া মুসলমানরা ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হবে, তখন আদতে ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করছে যিম্মিরা; (মুসলমানরা নয়) অথচ ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করবে একমাত্র মুসলিমরা।’’[৭]

এর আলোকে বলা যায়, যেসব দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা নেই, যদিও তাতে মুসলমানরা ওয়াজ-মাহফিল, ইদ-জামাআত ইত্যাদি আদায় করতে পারে, তা দারুল ইসলাম হিসেবে পরিগণিত হবে না।[৮]

---

৪ আদদুররুল মুনতাকা শরহুল মুলতাকা— ১/৬৩৮

৫ শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৩/১০০৪-১০০৬, ৪/১২৫৩, ১২৫৭; আলমাবসুত— ১০/২৩, ১১৪; ফাতাওয়া হিন্দিয়া— ২/২৩২; ফাতাওয়া বাযযাযিয়া (হিন্দিয়ার ষষ্ঠ খণ্ডের টীকায়)— ৩/৩১১-৩১২

৬ শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৫/২১৬, ২১৯১, ২১৯৭; আলমাবসুত— ১০/২৩; ফাতাওয়া হিন্দিয়া— ২/২৩২; আদদুররুল মুখতার— ৪/১৭৫; আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; রাওযাতুত তালিবিন— ৫/৪৩৩; তুহফাতুল মুহতাজ— ৯/২৬৯

৭ আসসিয়ারুল কাবির মা’আ শরহিস সারাখসি— ৫/২১৯১-২১৯৩; মাজমাউল আনহুর— ১/৬৫৯; আহকামুদ দিয়ার— ১৮-২০

৮ মাজাল্লাতুল কানুন ওয়াল ইকতিছাদ, যিলহজ সংখ্যা, ১৩৫৪ হিজরি, পৃ. ২০৩, তা’লিক- ১

৩. ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন,

> যদি যিম্মিরা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে তাদেরকে পরাজিত করে দারুল ইসলামের দখল নিয়ে নেয়, তবে তাদের শাসন চলতে পারে, যদি মুসলমানরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে সেখানে বাস করতে পারে। কেননা এক্ষেত্রে তা দারুল হারব হয়ে যায়নি।
> দেখছো না, মুসলমানরা সেখানে নিরাপদ! এটা আদতে দারুল ইসলামই, যদিও আজ তার এই অবস্থা।[৯]

আল্লামা সারাখসি রহ. বলছেন,

> যেখানে মুসলমানরা নিরাপত্তার সাথে বাস করতে পারে না, তা দারুল হারবের অন্তর্ভুক্ত। কেননা দারুল ইসলাম সেই ভূখণ্ড, যা মুসলমানদের হাতে রয়েছে। আর এর বাহ্যিক আলামাতই হলো মুসলমানদের যথাযোগ্য নিরাপত্তা।[১০]

হাকিম শহিদ রহ. বলেন, ‘‘দারুল ইসলাম— যাতে মুসলমানদের শাসকের ক্ষমতা চলে।’’

দারুল ইসলাম সম্পর্কে আরো জানতে দেখুন—

বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৪; আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; কাশশাফ— ২/২৫৬; আলকুল্লিয়্যাত, কাফাবি— ২/৩৪১; আলমুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত— ২/১৫৩; উসুলুদ দীন— ২৭০; নিহায়াতুল মুহতাজ— ৮/৮২; আসনাল মাতালিব— ৪/২০৪; আলমু’তামাদ ফি উসুলিদ দীন— ২৭৬; আহকামু আহলিয যিম্মাহ— ১/৫; আততাশরিউল জিনায়ি— ১/২৭৫-২৭৬]

দারুল হারবের পরিচয়

দারুল হারব— মানে যুদ্ধবিদ্ধস্ত বা যুদ্ধে লিপ্ত রাষ্ট্র নয়। অনেকে ভাবেন, দারুল হারব শুধু এমন রাষ্ট্রকেই বলা হয়, যা কোনো মুসলিম ভূখণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। বাস্তবতা এমন নয়। কোনো ভূখণ্ডে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল ইসলাম বলা হয় (বিস্তারিত পূর্বে উল্লেখিত)।

আর কোথাও কুফরি এবং শিরকি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে তাকে দারুল হারব বলা হয়। দারুল হারবকে অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক ইত্যাদিও বলা হয়।

এসব পরিভাষার মাঝে কোনো বিরোধ নেই। ফকিহগণ দারুল হারবের যে সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়।

এজন্যই সারাখসি রহ. বলেন,

> ‘‘দারকে আমাদের দিকে বা তাদের দিকে নিসবত করাটা মূলত ক্ষমতা এবং প্রাধান্যতার বিচারে।’’[১১]

এ বিষয়টাকেই আল্লামা কাসানি রহ. আরো বিস্তারিত করে এভাবে বলেছেন,

> ‘‘কোনো রাষ্ট্রে কুফরের আহকাম-বিধিবিধান প্রকাশিত হলে তা দারুল কুফর হয়ে যায়।... রাষ্ট্র শুধু কুফরের বিধানাবলী প্রকাশিত হওয়ার দ্বারাই দারুল কুফর বলে গণ্য হয়।’’[১২]

---

[৯] কিতাবুল আসল, সিয়ার অধ্যায়, ইমাম মুহাম্মাদ— ২১৭

[১০] শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১২৫৩; আলমাবসুত— ১০/৯৩, ১১৪

[১১] আল মাবসুত, সারাখসি— ১০/১১৪

[১২] বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৫; আরো দেখুন— আহকামুদ দিয়ার, আবিদ সুফয়ানি— ১৫

বোঝা গেলো, কোনো রাষ্ট্র দারুল হারব (অন্য শব্দে— দারুল কুফর, দারুশ শিরক) হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার জন্য লড়াই-যুদ্ধ চলমান থাকা অপরিহার্য নয়।

এজন্যই হাম্বলি ফকিহগণ বলেন,

> ‘‘হারবি শব্দটা হারবের দিকে সম্পর্কিত। হারব অর্থ— কিতাল (লড়াই), তেমনি এর অর্থ দূরত্ব এবং বিদ্বেষও। তো দারুল হারব অর্থ হলো এমন রাষ্ট্র, যার সাথে মুসলমানদের দূরত্ব কিবা মুসলমানদের প্রতি রয়েছে যার বিদ্বেষ। হারবিকে হারবি এই দ্বিতীয় অর্থ, তথা দূরত্ব এবং বিদ্বেষ— এর বিচারেই বলা হয়। কার্যত যুদ্ধে লিপ্ত থাকা জরুরি নয়।’’[১৩]

দারুল হারবের সংজ্ঞা

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেন,

> ‘‘দারুল হারব এমন ভূখণ্ড, যেখানে শিরকের বিধিবিধান প্রকাশিত এবং যার ওপর হারবিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত।’’[১৪]

এজন্যই তিনি বলেন, ‘‘দারুল হারবের কোনো রাষ্ট্রের সাথে যদি মুসলমানরা এ মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, সেখানে তারা ইসলামের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত করবে না, তবে তা দারুল হারব (-ই থেকে যাবে)।’’

সারাখসি রহ. এর ইল্লত (কারণ) বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন,

> ‘‘কেননা কোনো ভূখণ্ড দারুল ইসলাম হিসেবে গণ্য হয় সেখানে ইসলামের বিধিবিধান প্রয়োগ করার দ্বারা। উল্লিখিত ভূখণ্ডে তো মুসলমানদের বিধানাবলী প্রয়োগ করা হয়নি। তাই তা দারুল হারব থাকবে।’’ তিনি বলেন, ‘‘দারুল হারব তা-ই— যেখানে কাফিরদের বিধান চলে।’’[১৫]

তিনি আরো বলেন,

> ‘‘যে স্থানে মুসলমানরা নিজেদের ব্যাপারে নিরাপদ নয়, তা দারুল হারব।
> কেননা দারুল ইসলাম তা-ই, যা মুসলমানদের শাসনাধীন। আর এর বাহ্যিক নিদর্শন হচ্ছে, সেখানে মুসলমানরা নিরাপদে বাস করে।’’[১৬]

এজন্যই অনেক হানাফি ফকিহ এভাবে বলেছেন,

> ‘‘দারুল হারব তা, যেখানে কোনো কাফির রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ চলে কিবা যেখানকার মুসলমানরা কাফিরদের ভয়ে ভীত থাকে।[১৭]

জমহুর ফকিহগণ দারুল হারবের সংজ্ঞা এভাবেই দিয়েছেন।

---

[১৩] আলমুতলি’ আলা আবওয়াবিল মুকনি’, বা’লি— ২২৬

[১৪] আসসিয়ারুল কাবির মা’আ শারহিস সারাখসি— ১/২৫১; ৪/২০৭০, ২১৯৭; আলমাবসুত— ১০/১১৪; বাদায়িউস সানায়ি— ৯/৪৩৭৫; আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; মাজমাউল আনহুর— ১/৬৫৯

[১৫] শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৫/২১৬৫; আলমাবসুত— ১০/১১৪

[১৬] শরহুস সিয়ারিল কাবির— ৪/১২৫৩

[১৭] আদদুররুল মুনতাকা— ১/৬৩৪; কাশশাফুল ইসতিলাহাত— ২/২৫৬; আলকুল্লিয়্যাত— ২/৩৪১

ইমাম মালিক রহ. বলছেন—

> ‘‘মক্কা সেসময়ে দারুল হারব ছিলো; কেননা সেখানে তখন জাহিলিয়্যাতের বিধান কার্যকর ছিলো।’’[১৮]

মালেকি, শাফেয়ি, হাম্বলি— সবার বক্তব্য প্রায় একই ধরনের।[১৯]

মুতাআখখিরিনদের মধ্যে উস্তাদ আব্দুল কাদির আওদা সুন্দর লিখেছেন,

> ‘‘দারুল হারব প্রত্যেক এমন অনৈসলামিক রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা মুসলমানদের শাসনব্যবস্থার অধীনে প্রবেশ করেনি, কিবা যেখানে ইসলামের বিধান প্রকাশিত নয়।
> এ রাষ্ট্রগুলো একই সরকারের পরিচালনাধীন থাক কিবা ভিন্ন ভিন্ন সরকারের— সবই সমান। তার স্থায়ী নাগরিকদের মাঝে মুসলমানরা থাকা বা না থাকা সবই সমান; যতোদিন তারা ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে অক্ষম থাকে।’’[২০]

হারবির পরিচয়

অনেকের ধারণা, হারবি তাকেই বলে, যে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। শব্দ থেকেও অনেকটা এ সংশয় হয়।

তবে ফকিহগণের পরিভাষায় হারবি তিন শ্রেণি—

১. যারা বাস্তবে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে যারা পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করার প্রয়াসে সর্বদা তৎপর।

২. যারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে রেখেছে। তাদেরকে হয়রানি করে। জান-মাল-সম্ভ্রম লুট করে। অর্থনৈতিকভাবে মুসলমানদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে রাখে।
কিংবা মুসলমানদেরকে তাদের দীন থেকে ফেরানোর প্রচেষ্টায় লিপ্ত। অথবা যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করে।

৩. যারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধেও লিপ্ত নয়, যারা যুদ্ধে লিপ্ত তাদেরও সহযোগী নয়, কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোনোপ্রকার ’আহদ’ নেই।

উপরিউক্ত তিন শ্রেণিই ফকিহগণের পরিভাষায় হারবি।

হারবি হওয়ার জন্য হারবে (যুদ্ধে) লিপ্ত থাকা আবশ্যক নয়।[২১]

---

[১৮] আলমুদাওয়ানা, রিওয়ায়াতু সুহনুন— ২/২২

[১৯] দেখুন— প্রাগুক্ত; আল মুকাদ্দিমাতুল মুমাহহিদাত— ২/১৫১; ফাতাওয়াশ শায়খ আলিশ— ১/৩৭৭; উসুলুদ দীন, বাগদাদি— ২৭০; আল ইকনা’ মাআ কাশশাফিল কিনা’— ৩/৩৮; আলমুকনি’ মাআল ইনসাফ— ৪/১২১; আলমুবদি’— ৩/৩১৩; আলফুরু’— ৬/১৯৭; আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ— ১/২১৩

[২০] আততাশরিউল জিনায়িল ইসলামি— ১/২৭৭

[২১] বাদায়িউস সানায়িঃ ৯/৪৩৭৫; আল মিসবাহুল মুনিরঃ ১/১২৭; আদ দুররুন নাকি ফি শরহি আল ফাযিল খিরাকি, ইবনে আব্দিল হাদিঃ ৩/৭৪৪; আদ দুরারুস সানিয়্যাহ ফিল আজওয়িবাতিন নাজদিয়্যাহঃ ৭/৩৯৭; আল ইসতিআনা বি গাইরিল মুসলিমিনঃ ১৩২; উসুলুল আলা কাতিদ দুওয়ালিয়্যাহঃ ৩১৩।